বিদেশে সম্পদের প্রমাণ দিতে পারলে রাজনীতি ছাড়ব: আসিফ মাহমুদ



আসিফ মাহমুদ। ছবি: সংগৃহীত

বিদেশে নিজের কোনো সম্পদ বা বিনিয়োগের প্রমাণ দিতে পারলে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র ও সাবেক যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টা ২ মিনিটে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ চ্যালেঞ্জ জানান। পোস্টে তিনি বলেন, দেশের বাইরে তাঁর এক পয়সার বিনিয়োগ, ব্যাংক হিসাব, ভিলা বা জমি থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে তিনি রাজনীতি ছাড়বেন এবং যে শাস্তি হবে তা মেনে নেবেন।

আসিফ মাহমুদ বলেন, বিভিন্ন দেশের সরকার ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা এর আগে বিদেশে রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীদের সম্পদের তথ্য বের করেছেন। সরকারেরও এ সক্ষমতা রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এনসিপির এই মুখপাত্র। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিকভাবে ব্যর্থ হয়ে সরকার এআই দিয়ে তৈরি ভুয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে অনুসন্ধান করছে। বিরোধী দলকে দমন-পীড়নের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের সঙ্গে আওয়ামী লীগের পার্থক্য কোথায়, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।

এর আগে আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে বিদেশে ১১ হাজার কোটি টাকা পাচারসহ দুর্নীতির একাধিক অভিযোগ পাওয়ার কথা জানায় দুদক। সংস্থাটি এসব অভিযোগ আগে থেকে চলমান একটি অনুসন্ধানের সঙ্গে যুক্ত করে খতিয়ে দেখার কথা জানিয়েছে।

দুদকের জনসংযোগ বিভাগের সহকারী পরিচালক তানজির আহমেদ রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) জানান, আসিফ মাহমুদের দায়িত্বকালে নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, উন্নয়ন প্রকল্প ও দরপত্রে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ এসেছে। এর মধ্যে ৩৬ জন ডিসি নিয়োগে ২ থেকে ১০ কোটি টাকা, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক নিয়োগে ৬০ কোটি, গাজীপুর সিটির সিইও নিয়োগে ৬৫ কোটি এবং এলজিআরডির প্রধান প্রকৌশলী নিয়োগে ৫২ কোটি টাকা লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে।

এ ছাড়া ওয়াসার এমডি নিয়োগসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের টেন্ডারে ১০ থেকে ৩০ শতাংশ কমিশন এবং শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম প্রকল্পের ব্যয় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা বাড়িয়ে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগও অনুসন্ধান করছে দুদক।

অভিযোগে দুবাইয়ে ৪ হাজার ৫০০ কোটি, সিঙ্গাপুরে ৩ হাজার কোটি, অস্ট্রেলিয়ায় ২ হাজার কোটি এবং সুইজারল্যান্ডে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা পাচারের কথাও বলা হয়েছে। পর্তুগালে জমি কেনা ও দুবাইয়ে বিনিয়োগের অভিযোগ রয়েছে।

তবে দুদক জানিয়েছে, এসব অভিযোগ এখনো অনুসন্ধানাধীন এবং কোনো অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়নি। এর আগে ২ সেপ্টেম্বর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে অনিয়মের অভিযোগে আসিফ মাহমুদসহ চারজনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয় সংস্থাটি।